ইসলাম হলো সকল সম্মান ও মর্যাদার উৎস

[বাংলা - bengali - البنغالية]

লিয়াকত আলী আব্দুস সবুর

সম্পাদনা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ الإسلام مصدر العزة والكرامة ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ لياقت علي عبد الصبور

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার উৎস ইসলাম

পৃথিবীর অনেক জাতিই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ইসলাম থেকে বঞ্চিত। তাদের অনেকে মেতে থাকে আনন্দ উৎসব আর মেলা পার্বনে, আবার অনেকে প্রাণহীন জড়বস্তুর আরাধনা করে মনের আকুতি মেটাবার প্রয়াস পায়। একদল মানুষ অবাধ চিত্তবিনোদন ও উচ্ছৃংখল জীবনযাপনে বিশ্বাসী। চক্ষুর অন্তরালের কোন কিছুই তারা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। মানবজাতির চিরশত্রু শয়তানই মানুষকে বিভ্রান্ত করে নানা পথে পরিচালিত করে। মানুষ তার কূট প্ররোচনায় পড়ে সৃষ্টিকর্তার কথা ভুলে যায়।

ভাগ্যবান মুসলিম জাতি। আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তারা প্রকৃত প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছে। কিন্তু এই ভাগ্যবান জাতিও মাঝে মাঝে শয়তানের ধুম্রজালে আটকা পড়ে। শয়তান তাদের সামনে ভিন্নজাতির জীবনাচার ও ধর্মাচারকে আকর্ষণীয় ও মোহনীয় করে উপস্থাপিত করে। মানুষের সহজাত প্রবণতা হলো অন্য জাতির সমাজ ও জীবনব্যবস্থায় জাঁকজমকপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক উপকরণ দেখলেই তার প্রতি নিজেদের অজ্ঞাতসারেই ঝুঁকে পড়ে। শয়তান এই সুযোগটির অপেক্ষায় থাকে। সে তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে প্রলুব্ধ করতে থাকে। একসময় এই তাওহীদপন্থী জাতি নিজেদের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে গিয়ে অন্যজাতির মতবাদ ও বিশ্বাসের অনুগামী হয়ে যায়। ভাবে, কিংবা বক্তব্যে তারা এমন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে শুরু করে, আহা! আমরা যদি এমন হতে পারতাম!

মানবজাতির ইতিহাসই এমন। অসতর্কভাবে তারা স্রষ্টার অপ্রিয় মত ও পথকে গ্রহণ করেছে। লা-শারীক আল্লাহকে অস্বীকার করে তারা নানা সৃষ্টি বস্তুর আরাধনায় মত্ত হয়েছে। কেউ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে, কেউ উগ্র স্বদেশিকতাকে, কেউ ভাষা ও বর্ণবাদকে, আবার কেউবা পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাওহীদপন্থী জনগোষ্ঠী মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো–

﴿ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ ﴿٢٠٨﴾ ﴾ البقرة: ٢٠٨

'তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করে।' যতই মনোহরী ও চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি তাকাতেই মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। জাগতিক কোন বস্তুর প্রলোভনেই মুসলমান তার ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হবে না– এটাই ইসলামের দাবী।

কিন্তু মুসলমান জাতি ইসলামের এ দাবী রক্ষা করতে সবসময় সক্ষম হয়নি। এ পিচ্ছিল পথে অনেক সময়েই তাদের পদস্খলন ঘটেছে। উপাদেয় খাবার দেখে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমন লোভ সংবরণ করতে পারে না, তেমনি ভিন্ন জাতির বাহ্যিক জৌলুস দেখে তারা সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহর প্রিয় মুসলিম জাতি তখন আল্লাহবিরোধী কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বনি ইসরাইলের কথা বলা যায়। তারা একজন শ্রেষ্ঠ নবীর বংশধর। আবার অসংখ্য নবী আগমন করেছেন তাদের মধ্যে। মূসা আ.-এর মত একজন প্রসিদ্ধ নবীর দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেও তারা নিজেদের ধর্মের প্রতি অবিচল থাকতে পারেনি। তাদের পদস্খলন ঘটেছিল। মূর্তিপূজার বাহ্য আড়ম্বরতা দেখে তারাও প্রলুব্ধ হলো। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে তাদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

﴿ وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ ﴾ الأعراف: ١٣٨ - ١٣٩

'বনি ইসরাইলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। পরে তারা মূর্তি পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে এলো। তারা বলে বসলো হে মূসা, ওদের যেমন দেবতা আছে, তেমনি আমাদের জন্যেও একটি দেবতা এনে দাও। তিনি বললেন– তোমরা দেখছি মূর্খের দল। ওরাতো এক ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। এবং তারা যা করছে তা যথার্থ নয়।' (সূরা আরাফ : ১৩৮-১৩৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের প্রতি নিজ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন,

﴿ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٤٧ ﴾ البقرة: ٤٧

‘হে বনি ইসরাইল, তোমাদের উপর আমি যে অনুগ্রহ করেছি তা স্মরণ করো এবং এ–ও স্মরণ করো যে, আমি তোমাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা বাকারা : ৪৭)

মুফাসসিরদের মতে তৎকালীন মাবনগোষ্ঠীর উপর বনি ইসরাইলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার উৎস ছিল তাওহীদের প্রতি তাদের অবিচল বিশ্বাস। তারা ছিল একত্ববাদী ও আল্লাহ ভীরু। কিন্তু মিসরে দীর্ঘকাল যাবত আল্লাহর নবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের পরেও জড় দেবতার জন্যে আবদার করেছিল।

নবী মূসা আ. তাদের এ অদ্ভুত আবদার শুনে রেগে গেলেন। তিনি তাদেরকে মূর্খ ও অকৃতজ্ঞ বলে ধমক দিলেন। তিনি বলতে চাইলেন– এতদিন আমি তোমাদেরকে তাওহীদের শিক্ষা দিলাম, শিরকের পঙ্কিল পথ থেকে মুক্ত করলাম। তোমরা সে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে চাইছ। তোমরা সত্য সুন্দর পথ ছেড়ে অসত্যের অন্ধকার গলিতে প্রবেশ করতে চাইছ।

যাদের কার্যকলাপ তোমাদের কাছে ভাল লাগছে, তারা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। তারা ভ্রান্ত পথে চলছে। অতএব, তাদের অনুসরণ করা তোমাদের জন্যে উচিত নয়। বনি ইসরাইল মূসা আ.–এর উপদেশ মেনে নেয়নি। তিনি যখন তাওরাত আনার জন্যে তুর পাহাড়ে গেলেন, তখন সুযোগ বুঝে তারা একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি করে নেয় এবং তার পূজা করতে থাকে। মূসা আ. ফিরে এসে তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক শাস্তি দেন।

বনি ইসরাইল আল্লাহ প্রদত্ত তাওহীদের নেয়ামতকে মূল্য দেয়নি। ফলে তাদের ভাগ্যে নেমে আসে অধঃপতন ও দুর্ভোগের ধারা। যুগ যুগ ধরে তারা নিগৃহীত জাতিরূপে জগতবাসীর নিকট পরিচিত ছিল।

বস্তুত বনি ইসরাইলের ভাগ্যে যে দুর্ভোগ নেমে এসেছিল তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ ইতিহাস জগতবাসীর জন্যে এক সুস্পষ্ট সতর্কবাণী। দীর্ঘকাল আল্লাহর এক মহান নবীর সান্নিধ্যে থেকেও তারা সত্যের উপর অবিচল থাকতে পারেনি। আর সেজন্যে তাদেরকে সমূহ বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমন একটি ঘটনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়েও ঘটেছিল। হিজাযে একটি গাছের নিচে আরবের মুশরিকরা পশু বলি দিত ও উৎসব করত। বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত আছে, হুনাইন যুদ্ধে যাবার সময় একদল নও মুসলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট গিয়ে আবদার করে– আমাদের জন্যে একটি গাছ নির্দিষ্ট করে দিন যার নিচে আমরা প্রতিবছর আনন্দ উৎসব করতে পারি। মহাবনী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ আবদারে অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, বনি ইসরাইল মূসার আ. নিকট যেমন আবদার করেছিল, তোমরাও কি আমার নিকট তেমন আবদার করছ? তোমরা কি বনি ইসরাইলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাও? তোমরাও কি তাদের মত আল্লাহর শাস্তি ভোগ করতে চাও? এই বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিবৃত্ত করেন।

প্রকৃতপক্ষে কোন নেয়ামতের মূল্য অনুধাবন করতে না পারলেই মানুষ তার বিকল্প অনুসন্ধান করে। ইসলাম আল্লাহর যে কত বড় নেয়ামত তা উপলব্ধি করতে না পেরেই নও মুসলিমরা ভিন্ন জাতির উৎসবের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল। এজন্যেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– ঈমানের স্বাদ সে-ই অনুভব করতে পারবে যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট মনে মেনে নেবে। অর্থাৎ কেউ যখন অন্য উপাস্য, অন্য মতাদর্শ এবং অন্য কোন নেতৃত্বের প্রতি উৎসাহী হবে না, তখনই সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে। অন্য কিছুর প্রতি উৎসাহী না হলেই মানুষ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করবে, বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করবে এবং আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করবে। আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট মনে প্রভুরূপে গ্রহণ করার অর্থই হল সকল অবস্থায় আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। ইসলামকে মনেপ্রাণে মেনে নেয়ার আলামত হল জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধিনিষেধ অনুসরণ করা এবং ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট মনে রাসূলরূপে মেনে নেয়ার অর্থ তার সুন্নতের অনুসরণ করা এবং

সুন্নতবিরোধী রীতিনীতি পরিহার করা। ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম। আল্লাহ তাআলা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এতেই দিয়েছেন। তাই মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের একমাত্র নিশ্চয়তা ইসলাম।

ধর্মের প্রতি মানুষ স্বভাবগতভাবেই দুর্বল। স্রষ্টার অন্বেষা এবং নিজ জীবনের শুরু ও পরিণামের চিন্তা মানুষের সহজাত প্রবণতা। এ থেকেই জন্ম নেয় ধর্মমানস। মানুষ তার এই মানসিক চাহিদা মেটাতেই কোন না কোন ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সে যদি তার বিবেক শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারে তবে তার বিপথে চালিত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সে বেছে নিতে পারে ধর্মের নামে এমন কোন মত ও জীবনধারা যা তাকে অনন্তকালের জন্যে হতভাগা করে ছাড়ে। মানব জাতির চিরশত্রু শয়তান সব সময় ওঁত পেতে বসে আছে। এক মুহূর্তের জন্যেও সে তার উদ্দেশ্যের কথা ভুলে না। সে নিত্য নতুন কৌশলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। বারবার সে তার মুখোশ পাল্টায়। কোন কৌশলে কাকে বিভ্রান্ত করা যাবে, কোন দিকে কার ঝোঁক রয়েছে, কোন প্রলোভনে কে ইসলামের চির কল্যাণকর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অসত্যের আপাতঃ সুন্দর পথে পা বাড়াবে, শয়তান তা ভালভাবেই জানে। সঠিক কৌশলটি যথাস্থানে প্রয়োগ করতে সে কখনও ভুল করে না। যেমন কোন দীনদার পরিবারের ছেলেকে সে কখনও চুরি করতে উৎসাহিত করবে না। কারণ চৌর্যবৃত্তির মত একটি হীন কাজের প্রতি একটি সাধারণ ভদ্র পরিবারের সন্তান এগুবে না। তাই তাকে সে মন্ত্রণা দেবে আত্মম্ভরিতা ও অহংবোধের। পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাথা নিয়ে বড়াই করার জন্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে। ব্যবসায়ী মহলে গিয়ে সে তাদের মন্ত্রণা দেবে যেকোন প্রকারে অধিক মুনাফা অর্জনের। হালাল হারামের বাছ বিচার করার গুরুত্ব তাদের মন থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। কোন জাতি যদি ইসলামের অনুসরণে অগ্রগামী হয়, জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করে তবে শয়তান তাদেরকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাবে। তাদেরকে ভৌগোলিক সীমারেখা, ভাষা বা নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে ভিন্ন জাতি হিসেবে চিন্তা করতে শেখায়। সারা বিশ্বের সকল ভাষার সকল বর্ণের মুসলমান একই জাতির অন্তর্গত–এ ভাবনা তাদের মন থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে।

এ হচ্ছে শয়তানের মোক্ষম হাতিয়ার। সুবর্ণ মুহূর্তে সুকৌশলে সে এটি প্রয়োগ করে থাকে। মুসলমানদের উচিত এ মুহূর্তে ইসলামের রশিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তাআলার যে মহা অনুগ্রহ রয়েছে তার মূল্য দেয়া। ইসলামী উম্মাহর মাঝে ফাটল ও বিভেদ সৃষ্টির অশুভ উদ্দেশ্যে নিয়েই শয়তান জাতীয়তাবাদ, বস্তুবাদ, বর্ণবাদ ও ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ায়। তাওহীদপন্থী উম্মাহ শয়তানের ধূম্রজালে আটকা পড়ে এবং আপাত মধুর শ্লোগানে এতই মোহান্ধ ও বিভোর হয়ে পড়ে যে, তখন এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি শুরু হয় হানাহানি ও হীনস্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় খোদ মুসলিম উম্মাহ।

মুসলমানদের শয়তানের এ কূটজাল ছিন্ন করতে হবে। ইসলাম নিয়েই তাদেরকে গর্ববোধ করতে হবে। কেবলমাত্র ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের সাথেই তাদের ভালবাসা হওয়া উচিত। ইসলামই মুসলমানদের মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি। ভাষা, বর্ণ ও ভৌগোলিক পরিচয়ের কারণে এখানে কারো মর্যাদা নির্ণীত হয় না। আল্লাহ তাআলার দরবারে একজন কৃষ্ণাঙ্গ গোলামের মর্যাদা একজন অভিজাত বংশীয় কোটিপতির চেয়ে অধিক হতে পারে। কে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে কেবল তা–ই দেখা হবে। তাই কেবলমাত্র ইসলাম নিয়েই গর্ব করা যেতে পারে। ইসলাম নিয়েই মুসলমানদের জীবিত থাকা উচিত, ইসলামের প্রয়োজনেই জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মতাদর্শের জন্যে এক ফোটা ঘাম ঝরানোও উচিত নয়। ইসলামের তাকবীর ব্যতীত অন্য কোন শ্লোগান মুসলমানদের মনমগজকে যেন আচ্ছন্ন করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামই সর্বদা সমুন্নত রাখতে হবে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান ইসলামের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।